MIDNAPORE COLLEGE (AUTONOMOUS)

NOTICE

Date:- 28/09/2018

All students of UG & PG are hereby informed that on the spot letter writing competition on the topic "Letter to my Motherland" will be held on 29.09.2018 at 12 noon at Vivekananda Hall under the supervision of the Department of India Post.

Willing students are asked to participate in the said competition by submitting their documents of age proof to the organizers.

They may write in Bengali, Hindi or English as they wish.

Principal
Midnapore College

Principal
MIDNAPORE COLLEGE
(AUTONOMOUS)
MIDNAPORE

Copy to:

1. Principal's Notice Book
2. Morning-in-Charge
3. Head Clerk (Morning & Day)
4. Students' Notice Board
5. All Departments
6. College Website

ভারতীয় ডাক
India Post

আমার দেশজননী মাগো,

কখনো কি চিঠি লিখেছি তোমায়, - মনে তো পড়ে না। আজ তাই বড় লজ্জা পাচ্ছি তোমায় লিখতে বসে, এত দিনে, এই বুড়ো বয়েসে। তাবলে ভেবো না যেন, এতকাল ভুলে ছিলাম তোমায়। তুমি যে আছো আমার রক্তে-মজ্জায়, চিন্তায়-চেতনায়, শয়নে-স্বপনে, নিশি জাগরণে।

গর্ভধারিণী মাকে হারিয়েছি সেই কবে, কোন্ শৈশবে - মনেও পড়ে না। পাঠশালে গুরুমশাই শেখালেন - এক মায়ের কোল থেকে আমরা নাকি এসে পড়ি আর এক মায়ের কোলে। বড় হয়ে বুঝতে শিখেছি, তুমিই সেই মা আমাদের, - ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, স্বপ্ন-মেদুর স্মৃতির সরণিঘেরা, দেশজননী, বিশ্বজননী - সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা!

মায়ের কোল কতদিন পেয়েছি, জানিনে। যত মাতামাতি, যত দাপাদাপি - সব তুমিই তো সয়েছো, সর্বংসহা মা আমার। আর সেই তোমারই স্নেহের ছায়ায় বেড়ে উঠে, বড় হয়ে, লেখা-পড়া শিখে, তোমায় ছেড়ে পাড়ি দিয়েছি বিদেশে, অর্থের লোভে, নিতান্ত স্বার্থপরের মতো! তোমার সম্বন্ধে কথা বলার কি মুখ আছে মা! বিলাস-ব্যসনের কুহকে পড়ে গেছি একেবারে। এই প্রাচুর্য, এই বিলাস-বৈভব ছেড়ে বন-জঙ্গল, খানা-খন্দ, মশা-মাছি, রোগ-বালার দেশে ফিরতে মন চায় সহজে! তারপর, ছেলে-মেয়েরা - বিদেশেই এদের জন্ম, এদের শিক্ষা-দীক্ষা, এদের ভবিষ্যৎ। কী আতান্তরে পড়েছিলাম, মাগো!

তার পরে কী হল, শোনো। ছেলে-মেয়েরাই আসান করে দিলে সব মুশকিল। আর তাইতেই গর্বে ফুলে উঠেছে বুক। সেই কথা জানাতেই এই চিঠি লিখতে বসে গেছি।

সেদিন কলেজ থেকে সবে ফিরেছি; দেখি, ভাই-বোন কী আলোচনায় মশগুল, চায়ের টেবিলে। কিছু কাগজপত্র ছড়ানো, টেবিলময়। ওদের মা ইশারায় ডেকে নিল আমায় পাশের ঘরে। ওর মুখে সব শুনে আমি তো হাতে চাঁদ পেলাম। আমার ছেলে-মেয়েরা এ-দেশে জন্মেও, তোমার বুকে কখনো পা না রেখেও, তোমায় ভালবেসে ফেলেছে, মা! বিশ্বের আঙিনায় তোমার সোনার আসনখানি পাতার ব্রত নিয়েছে। দেশপ্রেমের দীক্ষা নিয়ে, নিজেদের জলপানির টাকা জমিয়ে, দেশ গড়ার কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের, কোন্ N.G.O.-র মাধ্যমে। মেয়ে তো আমার স্বামীজি আর নিবেদিতা বলতে অজ্ঞান; আর, ছেলের কাছে - সুভাষ চন্দ্র, ঈশ্বরেরই আর এক নাম। ওরা ঠিক করেই ফেলেছে, ফিরে যাবে তোমার কোলে - তোমায় ভালো করে চেনার জন্যে, জানার জন্যে, তোমার কষ্ট দূর করার জন্যে, তোমার সেবা করার জন্যে। আমারও সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে তাতেই, আশা করি। আর আমার চিন্তা কিসের, মা! আমি তো পা তুলেই রয়েছি। এলাম বলে তোমার কোলে, আমরা, সবাই মিলে।

তো, ওদের উৎসাহ জোগানোর পাশাপাশি, ওরা নিতান্ত আবেগ-তাড়িত না হয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে কিনা যাচাই করার জন্যে এগোলাম ওদের ঘরের পানে, একান্তে কথা বলব বলে, ওদের সাথে, সরাসরি। ঢুকতে গিয়ে দেখি, ছেলে আমার, দিদিভাইকে সম্মুখে বসিয়ে কী কবিতা শোনাচ্ছে। আবেগে বুজে আসছে ওর গলা, মাঝে-মাঝে; দু'গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা। আমি তো অবাক! মাতৃভাষা কতটুকুই বা শিখেছে! কোথায় পেল এ-কবিতা? মাথায় কি এ-পোকা-ও ঢুকেছে, বাবার মতো! হবেও বা! ওদের অজান্তে, দরজার আড়ালে কান পেতে রইলাম। শুনতে পাচ্ছি ছেলের উদাত্ত কণ্ঠ —

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, জননী মোদের, ভারতবর্ষ!
তুষার-কিরীট শিরে শোভে, আর সুনীল জলধি অতলস্পর্শ
বন্দনা করে চরণ তোমার, প্রকৃতি সাজায় পূজার ডালি;
সহস্র-দীপে আরতি তোমার করে নিশিদিন অংশুমালী।
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিশ্বমাঝারে শ্রেষ্ঠ তোমার আসন খানি
সে-গরবে মোরা গর্বিত সবে, বিস্ময়ভরা পুলক মানি!
বারে-বারে মাগো, আঘাত হেনেছে তোর বুকে কত দস্যুদল, -
[illegible]ছে তাদের তোরই সন্তান, সে-কথা কেমনে ভুলি, মা বল!

Postal Stores Depot, Kolkata, Department of Posts